তারিখ 08 APR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সমকাল

## বানারীপাড়া উপজেলা

# বিদ্যালয়ের ভবন আছে নেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী

■ মো. নজরুল ইসলাম, *বানারীপাড়া (বরিশাল)*

বানারীপাড়া উপজেলার পশ্চিম গাভা বধ্যভূমি ও মালিকান্দা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পাকা ভবন থাকলেও নেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী। সরকারি, রেজিস্টার্ড বা স্যাটেলাইট কোনো তালিকায়ও নাম নেই ওই দুই বিদ্যালয়ের। গাভা এলাকাটি একটি বধ্যভূমি। ২০১০ সালে এখানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সংসদ সদস্য মো. মনিরুল ইসলাম মনি। এর দুই বছর পর হঠাৎ করেই সেখানে ভবন নির্মাণকাজ শুরু হয়। ভবন নির্মাণ শেষ হওয়ার পরও পাঁচ বছরের অধিক কেটে গেলেও চালু হয়নি কোনো ধরনের বিদ্যালয়। একই অবস্থা মালিকান্দার। ওই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে কোনো ছাত্র-শিক্ষক, কমিটি বা বিদ্যালয়ের শুভাকাঙ্ক্ষীকে পাওয়া যায়নি। গাভার বিদ্যালয়ের একটি কক্ষের সামনে লেখা রয়েছে কৃষি ক্লিনিক ও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র। উপজেলা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে বানারীপাড়া সদর ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম গাভা। যে গ্রামটি একসময় ঝালকাঠি সদর উপজেলার অধীনে ছিল। পরে গ্রামটি বানারীপাড়া উপজেলার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে, এলাকাটি ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭১ সালের ১ মে সেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৫৮ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এলাকাটি চিহ্নিত হওয়ার পর উদ্যোগ নেওয়া হয় বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের। ২০১০ সালে তৎকালীন এমপি মনিরুল ইসলাম মনি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ওই বধ্যভূমি এলাকার পাশেই হরিপদ হাওলাদারের জমিতে দখলে ছিলেন সুখরঞ্জন সরকার। হঠাৎ করেই সেখানে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কোনো উপায় না দেখে দখল ছেড়ে দেন তিনি। ভবন নির্মাণকাজ শেষ হলে ঠিকাদারের বিল তোলার সুবিধার্থে হরিপদ হাওলাদারে কাছ থেকে দলিল রেজিস্ট্রি করে নেন। করা হয় বিদ্যালয় কমিটি। কিন্তু এলাকার অধিকাংশ মানুষ তাও জানে না। এলাকার মো. জামাল হোসেন ও মো. মামুন বলেন, উপজেলায় অসংখ্য বিদ্যালয়ে কোনো ভবন নেই, শিক্ষার্থীদের বসার অসবাবপত্র নেই। অথচ না চাইতেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীবিহীন একটি বিদ্যালয়ে পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এলাকাবাসী খুশিই হয়ে ছিল বিদ্যালয় হচ্ছে বলে। কিন্তু নির্মাণ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও চালুর কোনো উদ্যোগ নেই। পরিত্যক্ত ওই বিদ্যালয় ভবনের একটি কক্ষের সামনে লেখা রয়েছে কৃষি ক্লিনিক ও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র। এর পরিচালক ডা. সি আর সরকার জানান, এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী কর্মকর্তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি সাইন বোর্ড সাঁটিয়েছেন। অন্যদিকে, সরবরাহকৃত লাখ লাখ টাকার আসবাবপত্র অযত্ন-অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।